নম্রতা এবং অনুতাপ

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية
يؤدي إلى راحة البال

নম্রতা এবং অনুতাপ

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2024 দ্বারা প্রকাশিত

নম্রতা এবং অনুতাপ

দ্বিতীয় সংস্করণ। 22 মার্চ, 2024।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

নিম্নোক্ত ছোট বইটি মহৎ চরিত্রের দুটি দিক নিয়ে আলোচনা করে: নম্রতা এবং অনুতাপ।

আলোচিত পাঠগুলো বাস্তবায়ন করা একজন মুসলমানকে মহৎ চরিত্র অর্জনে সাহায্য করবে। জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 4 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

নম্রতা এবং অনুতাপ

বিনয়- ১

জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে একজন ব্যক্তি যখন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয়ের সাথে জীবনযাপন করবে তখন তাকে মর্যাদায় উন্নীত করা হবে। এটি ঘটে কারণ নম্রতা মহান আল্লাহর দাসত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। নম্রতার বিপরীত যা অহংকার শুধুমাত্র মালিকের জন্য, অর্থাৎ আল্লাহ, সর্বোত্তম, কারণ মানুষের যা কিছু আছে তা তাঁর দ্বারা সৃষ্ট এবং দান করা হয়েছে। এই বাস্তবতাকে উপলব্ধি করা নিশ্চিত করে যে একজন ব্যক্তি অহংকার পরিহার করে এবং এর পরিবর্তে মহান আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করার মাধ্যমে নম্রতা প্রদর্শন করে। এটিই মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত দাসত্ব এবং উভয় জগতেই প্রকৃত মহিমার দিকে নিয়ে যায়।

নম্রতা - 2

সহীহ মুসলিমের ২৬৫ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে গর্ব হল যখন একজন ব্যক্তি সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অন্যকে অবজ্ঞা করে।

অহংকারী ব্যক্তির কোন পরিমাণ ভাল কাজ উপকারে আসবে না। যখন কেউ শয়তানকে পর্যবেক্ষণ করে এবং যখন সে গর্বিত হয়ে ওঠে তখন তার অগণিত বছরের উপাসনা কীভাবে তাকে উপকৃত করেনি তা খুব স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে, নিম্নলিখিত আয়াতটি স্পষ্টভাবে অহংকারকে অবিশ্বাসের সাথে সংযুক্ত করে, তাই একজন মুসলিমকে অবশ্যই এই খারাপ বৈশিষ্ট্য থেকে দূরে থাকতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 34:

"আর [উল্লেখ করুন] যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, আদমকে সেজদা কর। তাই তারা সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল।"

গর্বিত সেই ব্যক্তি যে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন এটি তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয় কারণ এটি তাদের কাছ থেকে আসেনি এবং এটি তাদের ইচ্ছা এবং মানসিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে। গর্বিত ব্যক্তিও বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যদিও তারা মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে তাদের আসল মর্যাদা সম্পর্কে

অবগত নয়। তারা বিশ্বাস করতে পারে যে তারা তাদের অনেক পাপের কারণে মহান আল্লাহ তায়ালার অপছন্দের সময় তারা করেছেন এমন কিছু অকৃত্রিম এবং অসম্পূর্ণ ভাল কাজের কারণে তারা মহান। উপরন্তু, অন্যের দিকে তাকানো বোকামি কারণ কেউ নিজের চূড়ান্ত পরিণতি এবং অন্যের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে অবগত নয়। অর্থ, তারা যাকে তুচ্ছ মনে করে সে একজন খাঁটি মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে পারে অথচ সে কাফের হয়ে মারা যেতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ, একজন ব্যক্তির মালিকানাধীন সবকিছু সৃষ্টি ও দান করেছেন বলে কোনো কিছু দেখে গর্ব করা বোকামি। এমনকি একজন সৎকর্মও করে থাকে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ প্রদত্ত অনুপ্রেরণা, জ্ঞান ও শক্তির কারণে। অতএব, এমন কিছু নিয়ে অহংকার করা যা জন্মগতভাবে নিজের নয়। এটি এমন একজন ব্যক্তির মতো যে এমন একটি প্রাসাদের জন্য গর্বিত হয় যা তারা এমনকি তার মালিক বা বাস করে না।

এই কারণেই অহংকার মহান আল্লাহর জন্য, কারণ তিনি একাই সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং সহজাত মালিক। যে ব্যক্তি অহংকারবশত মহান আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করবে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4090 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলমানের উচিৎ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা এবং নম্রতা অবলম্বন করা। নম্ররা সত্যই স্বীকার করে যে তাদের কাছে থাকা সমস্ত ভাল এবং সমস্ত মন্দ থেকে তারা সুরক্ষিত রয়েছে, মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছ থেকে আসে না। অতএব, নম্রতা একজন ব্যক্তির জন্য অহংকারের চেয়ে বেশি উপযুক্ত। একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে বোকা বানানো উচিত নয় যে নম্রতা অসম্মানের দিকে নিয়ে যায়, কারণ মহান

আল্লাহর নম্র বান্দাদের চেয়ে বেশি সম্মানিত কেউ হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যক্তি নম্রতা অবলম্বন করে তার জন্য মর্যাদা বৃদ্ধির নিশ্চয়তা দিয়েছেন। ব্যক্তি সত্যকে গ্রহণ করে, তা কার কাছ থেকে আসে তা নির্বিশেষে, কারণ তারা জানে যে সত্যের উৎস মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নন। অন্যের দিকে অবজ্ঞা না করে, তারা অন্যদের প্রতি করুণা ও করুণার দৃষ্টিতে তাকায় এবং আন্তরিক কর্মের মাধ্যমে এটিকে সমর্থন করে, সর্বাবস্থায় আশা করে যে মহান আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা ও করুণার দৃষ্টিতে দেখবেন। তারা বুঝতে পারে যে একজনের সাথে মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে যেভাবে আচরণ করবেন, সে অনুযায়ী তারা অন্যদের সাথে আচরণ করবেন। এটি সহীহ বুখারী, 7376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

নম্রতা - 3

এই পয়েন্টটি আল ফুরকান 25 অধ্যায়ের সাথে সংযুক্ত, আয়াত 63:

"আর পরম করুণাময়ের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে সহজে চলাফেরা করে..."

মহান আল্লাহর বান্দারা বুঝতে পেরেছেন যে, তাদের কাছে যা কিছু আছে তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা তাদের দিয়েছেন। আর যে কোন অনিষ্ট থেকে তারা রক্ষা পেয়েছে কারণ মহান আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেছেন। যেটা কারো নয়, সেটা নিয়ে গর্ব করা কি বোকামি নয়? ঠিক যেমন একজন ব্যক্তি একটি স্পোর্টস কার সম্পর্কে গর্ব করেন না যা তাদের অন্তর্গত নয় মুসলমানদের বুঝতে হবে বাস্তবে তাদের কিছুই নয়। এই মনোভাব নিশ্চিত করে যে একজন সর্বদা নম্র থাকে। মহান আল্লাহর নম্র বান্দারা, সহীহ বুখারী, 5673 নম্বরে পাওয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদিসে পূর্ণ বিশ্বাস করে, যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে কোন ব্যক্তির সৎ কাজ তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। . একমাত্র মহান আল্লাহর রহমতই এটি ঘটতে পারে। কারণ প্রতিটি সৎ কাজ তখনই সম্ভব যখন মহান আল্লাহ তায়ালা একজনকে জ্ঞান, শক্তি, সুযোগ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করেন। এমনকি আমলের গ্রহণযোগ্যতাও নির্ভরশীল মহান আল্লাহর রহমতে । যখন কেউ এটি মনে রাখে তখন এটি তাদের অহংকার থেকে রক্ষা করে এবং নম্রতা অবলম্বন করতে অনুপ্রাণিত করে। একজনকে সর্বদা মনে রাখা উচিত যে নম্র হওয়া দুর্বলতার লক্ষণ নয় কারণ প্রয়োজনে ইসলাম একজনকে আত্মরক্ষা করতে উত্সাহিত করেছে। অন্য কথায়, ইসলাম মুসলমানদেরকে দুর্বলতা ছাড়া নম্র হতে শেখায়। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মহান আল্লাহর সামনে বিনীত করবে, তাকে তিনি উত্থিত করবেন। তাই বাস্তবে নম্রতা উভয়

জগতেই সম্মানের দিকে নিয়ে যায়। এই সত্যটি বোঝার জন্য একজনকে কেবল সৃষ্টির সবচেয়ে নম্রতার প্রতি চিন্তাভাবনা করতে হবে, অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহান আল্লাহ তায়ালা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এই গুরুত্বপূর্ণ গুণটি অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়ে মানুষকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 215:

"এবং মুমিনদের মধ্যে যারা তোমাকে অনুসরণ করে তাদের প্রতি তোমার ডানা নত কর [অর্থাৎ দয়া দেখাও]।"

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নম্র জীবন যাপন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি আনন্দের সাথে বাড়িতে ঘরোয়া দায়িত্ব পালন করেছেন যার ফলে এই কাজগুলি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। ইমাম বুখারীর আদাব আল মুফরাদ, ৫৩৮ নম্বরে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

নম্রতা একটি অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য যা বাইরের দিকে প্রকাশ পায় যেমন একজন হাঁটার পথ। এটি লুকমান 31 অধ্যায়, 18 নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে:

"এবং মানুষের দিকে [অপমানে] আপনার গাল ঘুরিয়ে দিও না এবং পৃথিবীতে উল্লাস করে হাঁটবে না..."

মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে জান্নাত সেই নম্র বান্দাদের জন্য যাদের মধ্যে কোন অহংকার নেই। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 83:

"আখেরাতের সেই আবাস আমি তাদের জন্যে অর্পণ করি যারা পৃথিবীতে উচ্চতা বা দুর্নীতি কামনা করে না। আর [সর্বোত্তম] পরিণাম ধার্মিকদের জন্য।"

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করেছেন যে, যার অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একমাত্র মহান আল্লাহই গর্ব করার অধিকার রাখেন কারণ তিনি সমগ্র মহাবিশ্বের স্রষ্টা, ধারক ও মালিক।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, গর্ব হল যখন কেউ বিশ্বাস করে যে তারা অন্যদের থেকে উচ্চতর এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন এটি তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় কারণ তারা সত্যকে গ্রহণ করা অপছন্দ করে যখন এটি তাদের ব্যতীত অন্যের কাছ থেকে আসে । এটি সুনানে আবু দাউদ, 4092 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

নম্রতা - 4

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা এবং আশংকা, 2556 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিকে সুসংবাদ দিয়েছেন।

প্রথম বৈশিষ্ট্যটি হ'ল দুর্বলতা, দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতা। নম্র ব্যক্তি মহান আল্লাহর আদেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহকে বশ্যতা স্বীকার করে, গ্রহণ করে এবং আমল করে এবং এর মাধ্যমে তার দাসত্ব প্রমাণ করে। সত্যকে যখন তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় তখন তারা সহজেই তা গ্রহণ করে, এমনকি যদি তা তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে এবং কে তাদের কাছে তা পৌঁছে দেয় তা নির্বিশেষে। অর্থ, তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে না এই বিশ্বাস করে যে তারা ভাল জানে। তারা অন্যদেরকে অবজ্ঞা করে না, তারা বিশ্বাস করে যে তারা তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ কোন পার্থিব জিনিসের কারণে বা মহান আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্যের কারণে। তারা বুঝতে পারে যে সমস্ত পার্থিব আশীর্বাদ তাদের রয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে এবং সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাদের দিয়েছেন। তাই তাদের গর্ব করার কিছু নেই। উপরন্তু, তারা বুঝতে পারে যে ভাল কাজ করা একমাত্র মহান আল্লাহর রহমতের মাধ্যমেই সম্ভব, কারণ একটি ভাল কাজ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ, শক্তি এবং ক্ষমতা সবই মহান আল্লাহর কাছ থেকে আসে। উপরন্তু, শুধুমাত্র একজন মূর্খই গর্বকে গ্রহণ করে কারণ কেউ তাদের চূড়ান্ত ফলাফল বা অন্যের চূড়ান্ত পরিণতি জানে না। অর্থ, তারা মারা যেতে পারে যখন মহান আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট নন এমনকি অবিশ্বাসের অবস্থায়ও। এই সত্যগুলি বোঝা একজন ব্যক্তিকে অহংকারের মারাত্মক পাপ থেকে বিরত রাখবে। একটি পরমাণুর মূল্য যা একজনকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। সহীহ মুসলিমের 265 নম্বর হাদিসে এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। দুর্বলতা ছাড়াই নম্রতার অর্থ হল একজন মুসলিম সর্বদা অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে কিন্তু প্রয়োজনে নিজেকে রক্ষা করতে এবং সত্যের পক্ষে

দাঁড়াতে ভয় পায় না এবং তাদের নম্রতা তাদের প্রকাশের কারণ হয় না। অন্যের চোখে অপমানিত এবং অসম্মানিত।

তওবা- ১

জামে আত তিরমিযী, 3540 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিস মহান আল্লাহর ক্ষমার গুরুত্ব ও বিশালতার পরামর্শ দেয়। হাদিসের প্রথম অংশে ঘোষণা করা হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে এবং তাঁর রহমতের আশায় থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাদের ক্ষমা করবেন।

এই প্রতিক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআনে সমস্ত বৈধ প্রার্থনার জন্য নিশ্চিত করা হয়েছে, কেবল ক্ষমা প্রার্থনার জন্য নয়। অধ্যায় 40 গাফির, আয়াত 60:

"আর তোমার প্রতিপালক বলেছেন, "তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।"...

প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতটি উল্লেখ করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে প্রার্থনা একটি ইবাদত অর্থ, একটি সৎ কাজ। সুনানে আবু দাউদ, 1479 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জামে আত তিরমিযী, 3604 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে যতক্ষণ না তা বৈধ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি দোয়া বিভিন্ন উপায়ে কবুল হয়। ব্যক্তিকে হয় তারা যা অনুরোধ করেছে তা মঞ্জুর করা হবে বা পরকালে তাদের জন্য একটি পুরস্কার সংরক্ষিত থাকবে বা তাদের সমতুল্য পাপ ক্ষমা করা হবে। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী যে, ইতিবাচক সাড়া পাওয়ার জন্য একজন মুসলিমকে অবশ্যই দোয়ার শর্ত ও আদব পূরণ করতে হবে।

ক্ষমা প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে, এর মধ্যে রয়েছে সক্রিয়ভাবে পাপ এড়ানোর জন্য প্রচেষ্টা করা এবং আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহকে মান্য করা, কারণ এটি পাপের উপর অবিচল থাকা অবস্থায় ক্ষমা চাওয়া সাধারণ জ্ঞানের পরিপন্থী।

একজন মুসলমানের জন্য সবচেয়ে বড় মিনতি হল ক্ষমার জন্য, কারণ এটি একজনের আশীর্বাদ পাওয়ার, দুনিয়ার অসুবিধা এড়ানো এবং পরলোকগত দুনিয়াতে জান্নাত লাভের এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায়। অধ্যায় 71 নূহ, আয়াত 10-12:

"আর বললেন, তোমার প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। প্রকৃতপক্ষে, তিনি চিরস্থায়ী ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করবে এবং তোমাদের জন্য উদ্যানসমূহের ব্যবস্থা করবে এবং তোমাদের জন্য নদী প্রবাহিত করবে।"

আলোচনার প্রধান হাদিস দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহর অসীম রহমতের আশা করা, যখন প্রার্থনা করা ক্ষমার শর্ত। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ, তাঁর সম্পর্কে তাঁর বান্দার মতামত অনুসারে কাজ করেন, যা সহীহ বুখারি, 7405 নম্বরে পাওয়া একটি ঐশী হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

ক্ষমার সবচেয়ে বড় কারণগুলির মধ্যে একটি হল যখন একজন মুসলিম কেবলমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে আশা করে যে, তারা তাদের ক্ষমা করবে, এই পূর্ণরূপে জেনে যে, মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ তাদের ক্ষমা বা শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হলো, মানুষ যত পাপই করুক না কেন মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা তার চেয়ে বড়। প্রকৃতপক্ষে, এটি সীমাহীন, তাই একজন ব্যক্তির সীমিত পাপ কখনই এটি অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না। এ কারণেই মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে তারা যা প্রার্থনা করে তা বড় করে দেখাতে, কারণ মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে এত বড় কিছুই নেই। এটি সহীহ মুসলিম, 6812 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহ পাকের ক্ষমা যে অসীম, পাপের অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা শুধুমাত্র এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যকে উপহাস করা। এবং যে ব্যক্তি এমন আচরণ করে সে তার ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসের পরবর্তী অংশে মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাওয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করা হয়েছে, যা অনেক আয়াত ও অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ক্ষমা চাওয়ার এই কাজটি আন্তরিক অনুতাপের একটি অংশ। এটা বোঝা যায় যে ক্ষমা চাওয়া জিহ্বার একটি কাজ এবং বাকি আন্তরিক অনুতাপ কর্মের মাধ্যমে পাপ থেকে দূরে সরে যাওয়া জড়িত। আন্তরিক অনুশোচনার মধ্যে প্রকৃত অনুশোচনা অনুভব করা, আবার পাপ না করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি যে কোনো অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে তা পূরণ করাও অন্তর্ভুক্ত। এটা মনে রাখা জরুরী যে, একই পাপের উপর অবিচল না থাকা তাওবা কবুল হওয়ার শর্ত। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 135:

“এবং যারা, যখন তারা কোন অনৈতিক কাজ করে বা [অপরাধের মাধ্যমে] নিজেদের প্রতি জুলুম করে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাদের পাপের

জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে - এবং আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারে? - এবং [যারা] তারা যা করেছে তার উপর স্থির থাকে না যখন তারা জানে।"

একজন মুসলমানের জন্য ক্ষমা চাওয়ার ক্ষেত্রে অবিচল থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি প্রতিটি দুশ্চিন্তা থেকে পরিত্রাণ, প্রতিটি অসুবিধা থেকে মুক্তির পথ এবং এমন জায়গা থেকে সমর্থনের দিকে নিয়ে যায় যেখানে কেউ আশা করতে পারে না। সুনানে আবু দাউদ, 1518 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল ক্ষমার সবচেয়ে বড় কারণ, অর্থাৎ মহান আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা। মহান আল্লাহর সাথে শরীক করা দুই প্রকার: বড় শিরক এবং ছোট শিরক। প্রধান ধরন হল যখন কেউ আল্লাহ, মহান বা তাঁকে ছাড়া অন্য কিছুর উপাসনা করে। গৌণ সংস্করণ হল যখন কেউ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অন্য কাজ করে, যেমন প্রদর্শন করা। সুনানে ইবনে মাজা, 3989 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তি মানুষের জন্য কাজ করে, বিচারের দিনে মহান আল্লাহ তাকে বলবেন যে, তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাইবে, যা সম্ভব হবে না। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এইভাবে কাজ করে তারা দেখতে পাবে যে তারা শেষ পর্যন্ত এই পৃথিবীতে উন্মোচিত হবে এবং তারা অন্যদের সাথে যতই ভাল ব্যবহার করুক না কেন, তারা কখনই তাদের প্রকৃত ভালবাসা অর্জন করতে পারবে না বা পাবে না। তাদের খারাপ উদ্দেশ্যের কারণে সম্মান করুন। এটি সহীহ মুসলিমের ৬৭০৫ নম্বর হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

যখন কেউ মহান আল্লাহর একত্বকে উপলব্ধি করে, তখন তারা কেবলমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, ভয় ও ভালবাসার জন্য উদ্দেশ্য করে, চিন্তা করে, কাজ করে এবং কথা বলে। এই আচরণ পাপ করার সম্ভাবনাকে কমিয়ে দেয় এবং যা কিছু গুনাহ ঘটবে তা মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুনানে ইবনে মাজা, 3797 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে ঘোষণা করেছেন যে, মহান আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই, এই উক্তিটি সকল অন্যায় কাজকে দূর করে দেয়। .

এই আচরণই সকল মুসলমানকে অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে। এর ভিত্তি হল পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও তার উপর আমল করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলিকে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি মহান আল্লাহকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এটি একজনের পাপকে কমিয়ে দেবে এবং যখনই তারা পাপ করবে তখনই তাকে আন্তরিক অনুতাপের দিকে উৎসাহিত করবে। এটি উভয় জগতে ক্ষমা, শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

তওবা - 2

জামে আত তিরমিযী, 1987 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছেন।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে প্রদত্ত দ্বিতীয় উপদেশটি হল যে, একজন মুসলমানের উচিত একটি নেক আমলের সাথে একটি পাপ অনুসরণ করা যাতে তা গুনাহকে মুছে ফেলে। এটি ছোট পাপকে বোঝায় কারণ বড় পাপের জন্য আন্তরিক অনুতাপ প্রয়োজন। যদি কেউ তাদের সৎ কাজের সাথে আন্তরিক অনুতাপ যোগ করে তবে এটি ছোট বা বড় যে কোনও পাপ মুছে ফেলবে। কিন্তু সঠিকভাবে কাজ করার একটি অংশ হল পাপের পুনরাবৃত্তি না করার জন্য সচেষ্ট হওয়া, কারণ একটি সৎ কাজের সাথে তা অনুসরণ করার অভিপ্রায়ে পাপ করা একটি বিপজ্জনক বিপথগামী মানসিকতা। একজনকে পাপ না করার চেষ্টা করা উচিত এবং যখন সেগুলি ঘটে, তখন তাকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে। আন্তরিক অনুশোচনার মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, যতক্ষণ না এটি আরও সমস্যার দিকে পরিচালিত করবে না, একজনকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় করা এড়াতে হবে এবং যে কোনও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যে অধিকারগুলো আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি লঙ্ঘন করা হয়েছে।

তওবা - 3

সুনানে ইবনে মাজাহ, 4251 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে মানুষ পাপ করে কিন্তু সর্বোত্তম পাপকারী সেই ব্যক্তি যে আন্তরিকভাবে তাওবা করে।

মানুষ ফেরেশতা না হওয়ায় তারা পাপ করতে বাধ্য। যে জিনিসটি মানুষকে বিশেষ করে তোলে তা হল যখন তারা তাদের পাপ থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। আন্তরিক অনুশোচনার মধ্যে রয়েছে অনুশোচনা বোধ করা, মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া, এবং যার সাথে অন্যায় করা হয়েছে, পাপ বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং আল্লাহর সম্মানে লঙ্ঘিত যে কোনও অধিকার পূরণ করা। , মহিমান্বিত, এবং মানুষ.

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, নেক আমলের মাধ্যমে ছোটখাটো পাপ মোচন করা যায়। অনেক হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যেমন সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি, 550 নম্বর। এটি পরামর্শ দেয় যে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ এবং পরপর দুটি জুমার জামাত নামাজ তাদের মধ্যে সংঘটিত ছোট গুনাহগুলিকে মুছে দেয়, যতক্ষণ না বড় পাপগুলি এড়ানো যায়। .

শুধুমাত্র আন্তরিক অনুতাপের মাধ্যমে বড় গুনাহগুলো মুছে ফেলা হয়। অতএব, একজন মুসলিমের উচিত খারাপ সঙ্গ এবং যে সমস্ত পাপ বেশি হয় সেসব স্থান পরিহার করে ছোট-বড় সব পাপ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা উচিত। তাদের উচিত ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা এবং তার উপর আমল করা

যাতে তারা এমন বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে যা পাপ প্রতিরোধ করে, যেমন দৃঢ়তা, ধৈর্য এবং মহান আল্লাহর ভয়। তাদের শিখতে হবে কিভাবে তাদের দেওয়া আশীর্বাদগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয়, যাতে তারা পাপপূর্ণ উপায়ে তাদের ব্যবহার এড়াতে পারে। এবং যখনই একটি পাপ ঘটে তখনই তাদের অবশ্যই আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে হবে, কারণ মৃত্যুর সময় অজানা। এবং তাদের উচিৎ মহান আল্লাহর হুকুম পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তির মোকাবেলা করার মাধ্যমে, হাল ছেড়ে না দিয়ে।

তওবা - 4

জামে আত তিরমিযী, 2406 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কীভাবে নাজাত অর্জন করতে হয় তার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রথম কথা হলো নিজের কথাকে নিয়ন্ত্রণ করা। একজন মুসলমানের মন্দ কথা এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ বিচারের দিনে তাদের জাহান্নামে নিমজ্জিত করার জন্য শুধুমাত্র একটি মন্দ শব্দের প্রয়োজন। জামি আত তিরমিযী, 2314 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। একজন মুসলিমের উচিত অনর্থক ও অনর্থক কথাবার্তা এড়িয়ে চলা কারণ এটি প্রায়শই মন্দ কথাবার্তার প্রথম ধাপ এবং এতে একজনের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়, যা তাদের জন্য বড় আফসোসের কারণ হবে। বিচার এর দিন। একজন মুসলিমের উচিত ভালো কথা বলার চেষ্টা করা অথবা চুপ থাকা। সহীহ মুসলিমের 176 নম্বর হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যখন কেউ এইভাবে আচরণ করে, এমনকি তাদের নীরবতাও একটি ভাল কাজ হিসাবে গণ্য হয়।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হলো, কোনো ব্যক্তি যেন অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বের না হয়। এইভাবে আচরণ করা সময় নষ্ট করে এবং মৌখিক ও শারীরিক উভয় পাপের দিকে নিয়ে যায়। যদি কেউ সত্যিকারের এবং আন্তরিকভাবে চিন্তা করে, তবে তারা বুঝতে পারবে যে তাদের বেশিরভাগ পাপ এবং তারা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তা অন্যদের সাথে অপ্রয়োজনীয়ভাবে সামাজিকতার কারণে হয়েছিল। এর অর্থ এই নয় যে এটি সর্বদা অন্যের দোষ ছিল

তবে এর অর্থ যদি কেউ অপ্রয়োজনীয়ভাবে তাদের বাড়ি ছেড়ে যাওয়া এড়িয়ে যায় তবে তারা কম পাপ করবে এবং কম সমস্যা ও অসুবিধার সম্মুখীন হবে। এটি ইসলামিক জ্ঞানের মতো দরকারী জ্ঞান শেখার এবং কাজ করার জন্য তাদের সময়ও খালি করে দেবে, যা একজন ব্যক্তির জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে উপকারী। সামাজিকীকরণ অকারণে সময়ের অনন্য আশীর্বাদকে নষ্ট করে, যা কেটে যাওয়ার পরে আর ফিরে আসে না। যারা নিরর্থক এবং পাপপূর্ণ কাজে তাদের সময় নষ্ট করেছে তারা এই পৃথিবীতে চাপের মুখোমুখি হবে এবং বিচারের দিনে একটি বড় আফসোসের সম্মুখীন হবে, বিশেষ করে যখন তারা তাদের সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করেছে তাদের পুরস্কারের সাক্ষী। উপরন্তু, অপ্রয়োজনীয়ভাবে সামাজিকীকরণ একজন ব্যক্তিকে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে বাধা দেয়। এটি একজনকে আত্ম-প্রতিফলনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকেও বাধা দেয়। একজন ব্যক্তি জীবনে সঠিক পথে যাচ্ছে এবং তারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য এটি প্রয়োজন। আত্ম-প্রতিফলনের অভাব একটি লক্ষ্যহীন জীবনের দিকে পরিচালিত করে যেখানে একজন ব্যক্তির তাদের পার্থিব বা ধর্মীয় জীবনে কোন দৃঢ় নির্দেশনা থাকে না। অতিরিক্ত সামাজিকীকরণ একজনকে নির্ভরশীল হতে এবং মানুষের প্রতি আঁকড়ে থাকতে উৎসাহিত করে এবং এটি সর্বদা মানসিক, মানসিক এবং সামাজিক সমস্যার দিকে পরিচালিত করে, কারণ একজনের সমগ্র জীবন, তাদের সুখ এবং দুঃখ, সবকিছুই মানুষ এবং তাদের সম্পর্কের চারপাশে আবর্তিত হয়। এই সমস্ত নেতিবাচক প্রভাব থেকে কেউ নিজেকে বাঁচাতে পারে শুধুমাত্র যখন প্রয়োজন হয় তখন সামাজিকতার মাধ্যমে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে চূড়ান্ত যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো নিজের পাপের জন্য কাঁদা। এই আচরণ একজনের পাপের জন্য প্রকৃত অনুশোচনা দেখায়, যা আন্তরিক অনুতাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 4252 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অন্যান্য দিকগুলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান এবং অন্য কারো কাছে ক্ষমা চাওয়া, যদি না এটি আরও ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়। একই বা অনুরূপ পাপ পুনরায় না করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি

দেওয়া এবং যেখানে সম্ভব, আল্লাহ, মহান এবং মানুষের সম্মানে যে কোনো অধিকার মিস বা লঙঘন করা হয়েছে তা পূরণ করুন। ইসলাম পরিপূর্ণতা দাবি করে না, শুধুমাত্র মহান আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য একটি অকৃত্রিম এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং যখন কেউ পাপ করে তখন আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় এবং নিজেকে সংশোধন করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করে।

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য এবং শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক তাঁর শেষ রাসূল, মুহাম্মদ, তাঁর সম্ভ্রান্ত পরিবার ও সাহাবীদের উপর।

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট : https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক: https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন: https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন: http://shaykhpod.com/subscribe